দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 1999
পৃষ্ঠা: 4 কলাম 7 .....

শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাদি লইয়া বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বেশ কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনা হইতেছে। এসব কথাবার্তার এক বড় অংশ জুড়িয়া থাকে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের প্রসঙ্গ। এই দুই বিষয়ে সর্বাধিক উচ্চারিত হয় যে কথাটি তাহা হইল ঃ দেশে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের মারাত্মক অবনতি হইয়াছে এবং এই অবনতিশীলতার প্রতিরোধের কোন লক্ষণ অন্তত এখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। শিক্ষার পরিবেশ ও মানের অবনতি শিক্ষা ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সমভাবে দেখা যাইতেছে। সমস্যাটি উদ্বেগজনক। আর সে কারণেই শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও বুদ্ধিজীবিগণ নিরন্তর শিক্ষার পরিবেশ ও মানের বিষয়টিকে আলোচনায় টানিয়া আনেন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন, প্রতিকার প্রার্থনা করেন, কখনও কখনও প্রতিকারের পথ-নির্দেশেরও চেষ্টা করেন। এই রকম একটি চেষ্টা হইয়াছে কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামে। বন্দরনগরীর একটি কলেজের নবীবরণ অনুষ্ঠানে বক্তাদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর গঠনমূলক সম্পর্ক। বক্তব্যটি সঠিক ও প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতীয়মান। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকিলে শুধু যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষিত হইতে পারে তাহাতো নয়, ইহার ফলে একদিকে যেমন শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তেমনি অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দৃঢ়তর হইতে পারে। আর যদি শিক্ষকদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহার সম্মিলন ঘটে তাহা হইলে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত হওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী করা হয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবকে, শিক্ষার পরিবেশ প্রধানতঃ ব্যাহত হইতেছে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশের কারণে। রাজনীতি ছাত্রদের মধ্যে যেমন রহিয়াছে তেমনি রহিয়াছে শিক্ষকদের মধ্যে। এই রাজনীতি বিগত দেড়-দুই দশকে কেমন ঘৃণ্য চেহারা লইয়াছে তাহা বোঝা যায় মাঝে-মধ্যেই কোন কোন শিক্ষাঙ্গন দলীয় রাজনীতির কোন্দলের কারণে কার্যতঃ রণক্ষেত্র হইয়া উঠার ঘটনায়। ছাত্র রাজনীতির দলাদলি একটা সময় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে তাহা কলেজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্কুল পর্যায়েও ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্র রাজনীতি ছাড়াও শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে শিক্ষাঙ্গনের অবকাঠামোগত দুরবস্থার কারণে। প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং অনিয়ম-দুর্নীতিও অনেক শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন করিতেছে। বলা বাহুল্য, এসবের প্রভাব বহুলভাবেই পড়িতেছে শিক্ষার মানের উপর। তবে অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সমস্যা যতই না শিক্ষার মানের ক্ষতি করিতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিতেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবজনিত সমস্যাটি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক বলিতে শিক্ষকের তরফ হইতে নকলের সুযোগদান অথবা মাস্তান প্রকৃতির ছাত্র বা কথিত ছাত্রনেতাকে তোয়াজ করিয়া চলা এবং ছাত্রদের তরফ হইতে শিক্ষককে খুশী রাখার জন্য উপহার প্রদান, ফাইফরমাস খাটা বা প্রাইভেট পড়া বুঝায় না। ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করিতে হইবে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের সহিত আগ্রহ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার আলোকে। ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের সদিচ্ছা থাকিলে এবং শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রদের অদম্য স্পৃহা থাকিলে কোন রকম ভৌত অবকাঠামোগত এবং আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের সমস্যা জ্ঞানার্জন ও পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জন তথা শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

কালের ধারায় এদেশে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক যে পর্যায়ে উপনীত উহাকে সুস্থ সম্পর্ক বলা যায় কিনা তাহা লইয়া ভাবিবার অবকাশ আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি অঙ্গনে শিক্ষক-ছাত্র উভয়ের মধ্যে শিক্ষাদান ও গ্রহণে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব দীর্ঘকাল ধরিয়াই তীব্রভাবে পরিলক্ষিত। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের এক বড় অংশই ক্লাসে পাঠদান অপেক্ষা প্রাইভেট পড়াইতে বেশী আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষকের নজর কনসালটেন্সির দিকে। ইহার পাশাপাশি রহিয়াছে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব। এইসব কারণেই প্রধানতঃ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আর পূর্বের মত নাই। আর নাই বলিয়াই ক্রমান্বয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে, মানের অবনতি ঘটিতেছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের নিম্ন বেতন-ভাতার বিষয়টি উল্লেখ করিতে হয়। বেতন-ভাতা কম বলিয়াই শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী ভাল ফল অর্জনকারীরা আসিতে আগ্রহী হয় না। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়াইবার দিকে ঝুঁকিবার কারণও নিহিত রহিয়াছে ইহার মধ্যে। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগীয় এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়ও কম নয়। এই শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেরা অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নিয়া শিক্ষকদেরও অনিয়ম-দুর্নীতির দিকে যাইতে প্ররোচিত– ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করিয়া আসিতেছে। দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনা এবং শিক্ষার মানাবনতি রোধের প্রয়াস সফল করিতে হইলে এই বিষয়গুলিকে অবশ্যই অধিকতর গুরুত্ব দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ■